দেড় শতাধিক ছবি নিয়ে

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

১ মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হবে বাংলাদেশ ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ আয়োজিত '৩য় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব'। এবারের উৎসবের সহযোগী সংগঠন হিসেবে থাকছে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রদর্শক সমিতি, বাংলাদেশ প্রযোজনা পরিবেশক সমিতি, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতিসহ বেশ কয়েকটি সংগঠন। এবারের চলচ্চিত্র উৎসবকে সাজানো হয়েছে বিভিন্ন আয়োজনে। এসব আয়োজনের মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র, ইন্টারন্যাশনাল শোকেস বিভাগ, বাংলা চলচ্চিত্রের ৫০ বছর, অ্যাওয়ার্ড প্রভৃতি। এশিয়া মহাদেশের সম্ভাবনাময় তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতাদের খুঁজে বের করার জন্য গঠন করা হয়েছে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বিভাগ। এ বিভাগে '০৫ সালে এশিয়া মহাদেশের তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতাদের নির্মিত ১২টি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে। ইন্টারন্যাশনাল শোকেস বিভাগে থাকবে '০৪ ও '০৫-এ নির্মিত, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের পুরস্কারপ্রাপ্ত এবং আলোচিত প্রায় ৩৫টি ছবি।

এ বছর বাংলা চলচ্চিত্র পদার্পণ করেছে ৫০ বছরে। ৫০ বছরের চলচ্চিত্র ইতিহাসে নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচিত ১৫টি ছবি প্রদর্শিত হবে এ বিভাগে। এ ১৫টি চলচ্চিত্রের পরিচালক ও প্রযোজকদের সম্মানে আয়োজন করা হবে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের। শ্রদ্ধাঞ্জলি বিভাগে বাংলাদেশের প্রয়াত চলচ্চিত্র নির্মাতা, চিত্রগ্রাহক এম আব্দুস সামাদ, প্রয়াত চলচ্চিত্র নির্মাতা শেখ নিয়ামত আলী এবং মহিউদ্দিনের নির্মিত ৬টি ছবি প্রদর্শিত হবে।

শিশুদের ছবি দেখার প্রতি উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে উৎসবে থাকবে শিশুতোষ চলচ্চিত্র অধিবেশন। এ বিভাগে ২৫টি নির্বাচিত শিশুতোষ চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে। এসব চলচ্চিত্র ছাড়াও প্যালেস্টাইনের ১০টি ছবিসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের বেশ কিছু ছবি প্রদর্শিত হবে। বাংলা ভাষায় নির্মিত বাংলাদেশ ও ভারতে সাম্প্রতিক সময়ের ১৪টির মতো চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর পাশাপাশি থাকবে 'বাংলা শোকেস' শিরোনামে এবং বলিউড-ঢালিউডের সাম্প্রতিক সময়ে নির্মিত ২০টি নির্বাচিত ছবিসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের দেড় শতাধিক ছবি। চলচ্চিত্র প্রদর্শনের পাশাপাশি থাকবে তিনটি চলচ্চিত্রকে অ্যাওয়ার্ড প্রদানের আয়োজনও। প্রতিযোগিতার বিজয়ী প্রথম চলচ্চিত্রের জন্য ধার্য করা করা হয়েছে ৫ হাজার মার্কিন ডলার, দ্বিতীয় ছবির জন্য ৩ হাজার এবং তৃতীয় ছবির জন্য ২ হাজার মার্কিন ডলার।

'শিশুদেরকে দিয়ে সবকিছুই করানো সম্ভব'

সমরত্ন দেশনায়েক

সাপ্তাহিক ২০০০ : সিনেমায় কীভাবে আগ্রহী হয়ে উঠলেন? আপনি তো ডাক্তার ছিলেন?

সমরত্ন দেশনায়েক : আমি অনেকদিন ডাক্তারি করেছি। তবুও ভেতরে ভেতরে একটা প্রবল আগ্রহ ছিল চলচ্চিত্র নিয়ে কিছু করার। কারণ মতামত বা চিন্তা প্রকাশের এই মাধ্যমটা আমাকে বরাবরই বেশি টানতো।

২০০০ : এর পেছনে কোনো ব্যক্তির ভূমিকা ছিল কী?

সমরত্ন : হ্যাঁ, অবশ্যই। তাঁর দ্বারা আমি মারাত্মক প্রভাবিত হয়েছিলাম। তিনি লিস্টার জান প্যারিস। আমি প্রথম প্রথম তার সঙ্গে সহকারী হিসেবে কাজও করেছি। আমি যখন তার ছবি দেখতাম তখন অবাক হয়ে যেতাম। আমাদের শ্রীলঙ্কায় বাণিজ্যিক ছবির দাপটই বেশি। একদিন হঠাৎ করে প্যারিসের একটি ছবি দেখি এবং আমি থমকে দাঁড়াই। আমি দ্বিতীয়বার চিন্তা করি। আমার চিন্তা হচ্ছিল- এটাই তো আমি চাই। আসলে তাঁর চিন্তা বা ভাষ্য প্রকাশের নিজস্ব একটা পদ্ধতি ছিল। সেটা ব্যতিক্রমী এবং শক্তিশালী।

২০০০ : সিনেমা বানাতে প্রবেশের আগে এ বিষয়ে কোনো প্রশিক্ষণ নিয়েছেন কোথাও?

সমরত্ন : হ্যাঁ, আমি অস্ট্রেলিয়াতে ফিল্ম মেকিংয়ের ওপর উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছি।

২০০০ : আমি যতদূর জানি আপনার ছবির ব্যতিক্রমী দিক হলো সেখানে শিশুরা মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করে। এটা কেন?

সমরত্ন : হ্যাঁ। আমার সব ছবিতেই মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করে শিশুরা। আমার কাছে মনে হয় আমরা যে 'মানবিকতাবোধ' বা 'মানুষ' গুণের কথা বলি বা কল্পনা করি তার পুরোটাই পাওয়া যায় শিশুদের মাঝে। বয়স্কদের মাঝে এর উপস্থিতি খুবই কম। তাই আমি মনে করি শিশুদের মুখ দিয়েই আমি আমার বক্তব্যকে সবচেয়ে সফল, স্বার্থক ও পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশ সম্ভব।

নগদ অর্থের সঙ্গে থাকবে সার্টিফিকেট ও স্মারক।

১৬ মার্চ পর্যন্ত চলা তৃতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব প্রদর্শনী স্থানের মধ্যে রয়েছে ২ থেকে ১১ মার্চ কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তন, জাতীয় জাদুঘরের শহীদ জিয়া মিলনায়তন, শিশু একাডেমী এবং শিল্পকলা একাডেমীর মূল মিলনায়তন। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের ১৫টি সিনেমা হলে চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে ৩-৯ মার্চ। ১০ থেকে ১৬ মার্চ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ছবি প্রদর্শিত হবে চট্টগ্রামে। উৎসব চলবে স্টুডিও থিয়েটার এবং মুসলিম ইনস্টিটিউট অডিটোরিয়ামে। ফুলকি অডিটোরিয়ামে ১৪ মার্চ প্রদর্শিত হবে শিশুতোষ চলচ্চিত্র।

উৎসবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট ছাড়াও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ এবং স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম ও মিডিয়া বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ৫০০ জনকে ১০০ টাকা রেজিস্ট্রেশন ফির বিনিময়ে একাডেমী ডেলিগেট কার্ড প্রদান করা হবে।

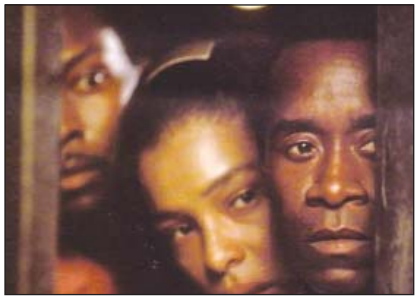

হোটেল রোয়ান্ডা দেখানো হবে এবারের উৎসবে

এবারের উৎসবের প্রস্তুতি, সাফল্য প্রভৃতি বিষয় নিয়ে উৎসব পরিচালক গোলাম রাব্বানী বিপ্লবের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি সাপ্তাহিক ২০০০-কে বলেন, 'এ বিষয়ে আমি এখন কিছুই বলতে পারব না।' উৎসবের মিডিয়া সাবকমিটির সদস্য সচিব রবীন শামসের সঙ্গে কথা হলে তিনি বলেন, 'আমাদের চেষ্টা রয়েছে বিগত বছরের তুলনায় আরো ভালো ও মানসম্মত ছবি প্রদর্শন করার। আমরা চলচ্চিত্র উৎসবে ৩৫ মি.মি. ফরমেটে নির্মিত ছবিই প্রদর্শন করবো, ডিভিডি ফরমেটের নয়। আমরা আশাবাদী, উৎসবের সব আয়োজন সফল হবে।'

ঋষিজের গুণীজন সংবর্ধনা

দেশজ সংস্কৃতির লালন ও বিকাশে ঋষিজ শিল্পীগোষ্ঠী এ দেশের মানুষের কাছে একটি জীবনবাদী সাংস্কৃতিক সংগঠনের নাম। ১৯৭৬ সালের ২৩ নবেম্বর সংগঠনটির জন্মের পর থেকেই ঋষিজ যুগ প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধারণ, সংরক্ষণ ও পরিবেশের মাধ্যমে লোকপ্রিয় করা এছাড়াও '৮৩ সাল থেকে জাতীয় ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের 'ঋষিজ পদক' আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করে আসছে। এবারই ধারাবাহিকতায় ১১ ফেব্রুয়ারি ঋষিজের ২৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে শিশু একাডেমী মিলনায়তনে পদক প্রদান করা হয়। এবার পদকপ্রাপ্তরা হলেন কবি মাহবুব উল আলম চৌধুরী (সাহিত্য ও সংস্কৃতি), রাহাত খান (সাংবাদিকতা ও সাহিত্য),

পদকপ্রাপ্ত কবি মাহবুবুল আলম চৌধুরী, তোফাজ্জল হোসেন, কবরি সারোয়ার, রাহাত খান

কবরী সারোয়ার (চলচ্চিত্র) এবং তোফাজ্জল হোসেন (কবি-লেখক-সাংবাদিক)। পদকপ্রাপ্তদের সম্মাননা, ক্রেস্ট, সনদপত্র ও নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। ঋষিজের ২৯ বছর পূর্তি উপলক্ষে গুণীজন সংবর্ধনায় পদক প্রদান ও সাংস্কৃতিক আয়োজন বীর মুক্তিযোদ্ধা সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শাহাদত চৌধুরী, সুরকার সুবল দাস, বাবুল আখতার, ড. সিতারা পারভীন, মোমেন মুন্নার স্মরণে উৎস্বর্গ করা হয়।

স ম র ত্ন

স্কুলে বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন। এরপর লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিকেল রেডিওগ্রাফি নিয়ে পড়াশোনা এবং ১৯৭৮ সালে অস্ট্রেলিয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। সেখানেই ডাক্তারি অনুশীলনের পাশাপাশি পারফর্মিং আর্টসে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৮৫ সালে অস্ট্রেলিয়ার এনএসডব্লিউ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি প্রফেশনাল আর্টসে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা অর্জন করেন। আর পরিচালনার ওপর মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন সিডনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯৭ সালে। ততদিনে তিনি অস্ট্রেলিয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। সেখানকার নাগরিকত্ব ও অঢেল টাকার ডাক্তারি ছেড়ে তিনি জমিয়েছেন নিজ ভূমি শ্রীলঙ্কায় ছবি বানাবেন বলে। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, তার সব ছবিই কোনো না কোনো জাতীয়, আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছে। আর বিকল্প ধারা চলচ্চিত্র তৈরি করেও যে বক্স অফিস হিট করা যায় তারও একমাত্র প্রমাণ সমরত্ন দেশনায়েক। তার যেকোনো নতুন ছবিই বক্স অফিসে রেকর্ড পরিমাণ ব্যবসা করে।

২০০০ : কিন্তু মনে করুন আপনি একটি যুদ্ধের বা বড় কোনো আন্তর্জাতিক সমস্যাকে উপজীব্য করে ছবি বানাবেন। এ ক্ষেত্রেও কী শিশুদেরকে দিয়ে সেই বক্তব্য ফুটিয়ে তোলা সম্ভব? বা এর ফলে কোনো নেগেটিভ ইফেক্ট শিশুদের ওপর পড়ার সম্ভাবনা আছে কি না?

সমরত্ন : হ্যাঁ, শিশুদেরকে দিয়ে সবকিছুই করানো সম্ভব। এমন কোনো ভূমিকা নেই যে ভূমিকায় শিশুরা সফলভাবে অভিনয় করতে পারে না। আর আপনি সেটা নেগেটিভ প্রভাবের কথা বলছেন সেটা হওয়ার সম্ভাবনা নেই, কারণ শিশুরাও বুঝে। তাছাড়া তাদেরও জানার বা বোঝার অধিকার আছে।

২০০০ : শ্রীলঙ্কায় এসব শর্ট ফিল্মের চাহিদা কেমন?

সমরত্ন : কিছুদিন আগেও ভালো ছিল না। এখন অবস্থা আগের চেয়ে ভালো হয়েছে। তবে শো করে খরচ উঠিয়ে আনার মতো ব্যাপকতা এখনো লাভ করেনি।

২০০০ : সরকার আপনাদের কেমন সহযোগিতা করে?

সমরত্ন : করে, তবে সামান্য। সরকারি আনুকূল্য উল্লেখ করার মতো কিছু নয়।

২০০০ : ছবি বানানোর জন্য টেকনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট কি যথেষ্ট আছে?

সমরত্ন : না, তা যথেষ্ট নেই। আমাদের দেশে ভালো সাউন্ড সিস্টেম নেই। তাই ছবির যেকোনো ভালো কাজের জন্য আমাদেরকে মাদ্রাজে দৌড়াতে হয়।

২০০০ : এবার নিয়ে ঢাকায় ক'বার এলেন? কেমন লাগছে?

সমরত্ন : এবার নিয়ে তিনবার এলাম। আর ভালোই লাগছে।

২০০০ : বাংলাদেশের ছবি কেমন দেখলেন?

সমরত্ন : ভালো। তবে এখানেও বাণিজ্য প্রবণতার চাপ আছে।

আরিফ খান মিরণ

এ সপ্তাহের ঢাকা

টিএসসি : টিএসটিতে ১১ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চলচ্চিত্র সংসদ আয়োজিত 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্রের ৫০ বছর' শীর্ষক চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী। উৎসব চলবে প্রতিদিন সকাল ১০টা, দুপুর ১টা, বিকাল ৪.৩০ মিনিট ও সন্ধ্যা ৭টা- এই ৪টি সেশনে। ৯ দিনব্যাপী এই উৎসবে দেখানো হবে 'জীবন থেকে নেয়া', 'ধারাপাত', 'ঘুড্ডি', 'কাঁচের দেয়াল', 'পিচঢালা পথ', 'নীল আকাশের নিচে', 'দেবদাস', 'সুজন সখী', 'সারেং বউ', '১৩ নং ফেকুওস্তাগার লেন' প্রভৃতি ছবি।

শিল্পকলা একামেডী : শিল্পকলা একাডেমীর এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হলে ১৫ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় মঞ্চায়িত হবে নাট্যচক্রের 'ভদ্দরনোক'।

মহিলা সমিতি : মহিলা সমিতিতে ১৫ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় ঢাকা ড্রামা নাট্যদল সঞ্চায়ন করবে নাটক 'এখন দুঃসময়'।

গ্যালারি চিত্রক : গ্যালারি চিত্রকে ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে শিল্পী কাজী গিয়াসের একক চিত্র প্রদর্শনী। শিল্পী কাজী গিয়াস দেশের বাইরে শিল্পী মহলে এক পরিচিত নাম। টোকিও প্রবাসী এই শিল্পী নিজ প্রতিভাগুণে জাপানের শিল্পাঙ্গনেও বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এ প্রদর্শনী চলবে ২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা।

আনন্দ আলোয় শিশুর মুখ শীর্ষক আলোকচিত্র আহ্বান

ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লিমিটেডের বিনোদন পত্রিকা পাক্ষিক আনন্দ আলো ১৪ এপ্রিল ২০০৬ দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করতে যাচ্ছে। প্রথম বর্ষপূর্তি ও বাংলা নববর্ষকে সামনে রেখে আনন্দ আলো শিশুদের নিয়ে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করবে। জমাকৃত ছবি থেকে বিচারকদের রায়ে প্রচ্ছদ মুখ নির্বাচন করা হবে। এছাড়া শ্রেষ্ঠ ২০টি ছবি বিশেষ সংখ্যায় ছাপা হবে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী ফটোগ্রাফার পাবেন আকর্ষণীয় পুরস্কার। সিডিতে অথবা ব্রোমাইড 5R আনন্দ আলো দপ্তরে পৌছানোর শেষ তারিখ ১০ মার্চ '০৬। ছবি পাঠানোর ঠিকানা- সোহেল মামুন, আনন্দ আলো, ২০ নিউ ইস্কাটন, মগবাজার, ঢাকা।

i“ûj Zvcm,
mvBgb †gvnwmb
ছবি : **সালাহ উদ্দিন টিটো**

বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে
উইসেজ ফর্ম বাংলাদেশ

মোহাম্মদ আলী হায়দার

জার্মানিতে অনুষ্ঠিতব্য ৫৬তম বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে অংশ নেয়ার জন্য বাংলাদেশী ডকুমেন্টারি 'উইসেজ ফ্রম বাংলাদেশ' আমন্ত্রিত হয়েছে। এ উৎসবে সারা বিশ্বের ৩ হাজার ৬০০ ছবি থেকে ১০০টার মধ্যে 'উইসেস ফ্রম বাংলাদেশ' নির্বাচিত হয়েছে। উৎসবে নির্মাতাদের উৎসাহ দেবার জন্য 'বার্লিন ট্যালেন্ট ক্যাম্পাস'-এর আসরে এই ডকুমেন্টারি প্রতিযোগিতার জন্য দেখানো হবে।

'উইসেজ ফ্রম বাংলাদেশ' নির্মাণ করেছেন বিটিভিতে প্রচারিত 'সিসিমপুর' অনুষ্ঠানের ডকুমেন্টারি বিভাগের প্রদান মোহাম্মদ আলী হায়দার। আমেরিকার সিসেমি স্ট্রিট ওয়ার্কশপের অর্থায়নে ছবিটি নির্মিত হয়েছে। নির্মাতা আলী হায়দার ৫৩তম বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে বর্তমানে বার্লিনে অবস্থান করছেন।

বাংলাদেশী শিশুদের জীবন এবং তাদের ভাবনা নিয়ে ২০০৫ সালের মার্চে 'উইসেস ফ্রম বাংলাদেশ' গাজীপুরে নির্মিত হয়। সানজিদা, নওরিন এবং মেহেদি ৫ থেকে ৮ বছর বয়সী শিশু। তাদের প্রাত্যহিক জীবন, ভবিষ্যৎ ভাবনা, আশা ফুটে উঠেছে এই ডকুমেন্টারিতে। বাংলাদেশের নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের শিশুরা বাবা-মায়ের উৎসাহে ছোটবেলা থেকেই বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী হবার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে। বিশেষ বিষয়ে যোগ্যতা অর্জন এবং তাদের স্বপ্নের মধ্যে যে যোজন যোজন পার্থক্য থেকে যায়, নির্মাতা তা এই ছবিতে তুলে ধরেছেন। বাংলাদেশের শিশুরা ছোটবেলা থেকে যে প্রতিযোগিতায় বা অনুশীলনে বেড়ে ওঠে, বড় হয়ে তার চর্চার বিভ্রান্ততায় কোনোটাই আর হয়তো ধরে রাখতে পারে না। ডকুমেন্টারিতে কোনো ধারাভাষ্য দেয়া হয়নি। শিশুদের বক্তব্য দিয়েই নির্মাতা চমৎকার গাঁথুনির মাধ্যমে বিষয়টা ফুটিয়ে তুলেছেন।

দি দ্য ভিঞ্চি কোড-এর রহস্য উন্মোচন

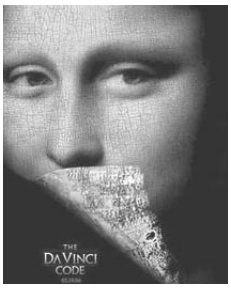

ড্যান ব্রাউন রচিত বিখ্যাত থ্রিলার উপন্যাস 'দি দ্য ভিঞ্চি কোড'-এর ওপর ছবি নির্মিত হচ্ছে। খ্রিষ্টান ধর্মের বহুল বিশ্বাস ও রীতিনীতির বিরুদ্ধে তথ্য সংবলিত এই বইটি নিউইয়র্ক টাইমসের ১ নং বেস্ট সেলারে পরিণত হয়। যিশু খ্রিষ্টের সঙ্গে ম্যারি ম্যাগডালিন নামক মেয়ের প্রণয়, বাইবেল গ্রন্থ কালেভদ্রে অনেক পরিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান অবস্থায় এসেছে। এমন আরো অনেক তথ্য এই বইয়ে পাওয়া যায়, যেগুলো খ্রিষ্টান ধর্মের বিরুদ্ধে। যার জন্য বইটি সমালোচনার সম্মুখীন হয়। অনেকে বলে, বইটি খ্রিষ্টান ধর্মের ভিত্তিপ্রস্তরকে প্রচন্ড নাড়া দিয়েছে এবং মানুষের মনে খ্রিষ্টান ধর্ম সম্বন্ধে অনেক সন্দেহেরও উদ্রেক করেছে। বিখ্যাত সিনেমা অ্যা বিউটিফুল মাইন্ড'-এর পরিচালক রন হাওয়ার্ডের পরিচালনায় তৈরি 'দ্য ভিঞ্চি কোড'-এ অভিনয় করছেন অস্কার বিজয়ী টম হ্যাংকস্। যিনি ইতিহাসবিদ রবার্ট ল্যাংডানের চরিত্রে কাজ করবেন। সোফি নোভোর চরিত্রে কাজ করছেন অড্রি ট্যাটু। স্যার লেই টিবিং-এর চরিত্রে অভিনয় করছেন ইয়ান ম্যাককোলেন এবং জোঁ রেনো অভিনয় করছেন ফ্রান্সের পুলিশ চিফ বেজু ফাশের চরিত্রে। ছবিটি এ বছরের মে মাসে মুক্তি পাবে।